محمد

আরবি নবি

মূল

মাওলানা কাজি জায়নুল আবিদিন মিরাঠি রাহ.

অনুবাদ ও সংযোজন

প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান রাহ.

উর্দু নবিয়ে আরবি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

আরবি নবি

মূল

মাওলানা কাজি জায়নুল আবিদিন মিরাঠি রাহ.

অনুবাদ ও সংযোজন

প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান রাহ.

সাবেক প্রিন্সিপাল, জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া

কাজিরবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৫

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১২০, US $ 7. UK £ 5

প্রচ্ছদ : কাজী সফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-3-3

Arabi Nabi
by Kazi Jaynul Abedin Mirati

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

গ্রন্থটি কলেবরে ছোট হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে তো নবিজির সিরাত। আর অনুবাদ এবং সংযোজন করেছেন মুজাহিদে মিল্লাত প্রিন্সিপাল আল্লামা হাবীবুর রাহমান রাহ.। গ্রন্থটি ইতিমধ্যে একটি শিক্ষাবোর্ডসহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রিন্সিপাল হুজুরের সাহেবজাদা জামিয়া মাদানিয়া কাজির বাজারের প্রিন্সিপাল মাওলানা সামিউর রহমান মুসার সম্মতিতে কালান্তর থেকে প্রকাশিত হলো। প্রিন্সিপাল হুজুরের আরও কিছু গ্রন্থ আমরা প্রকাশের আশা রাখি ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটিতে আমরা কিছু কাজ করেছি। অবশ্য মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। অধ্যায়, উপশিরোনাম ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের পাঠকের জন্য প্রতিটি আলোচনা সহজে হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। বানানরীতি প্রমিত করা হয়েছে। সম্মানিত শিক্ষকগণ যেন পাঠদানকালে বিষয়টি খেয়াল রাখেন, সে বিষয়ে অনুরোধ করছি।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদককে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। পাঠকের প্রতি অনুরোধ, কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি নজরে এলে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ অক্টোবর ২০২১

সূচিপত্র

অগ্রকথা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা # ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ কীভাবে উন্নতি করেছে # ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের পূর্বে আরবের অবস্থা # ২০

এক	: সামাজিক অবস্থা	২০
দুই	: ধর্মীয় অবস্থা	২০
তিন	: রাজনৈতিক অবস্থা	২১
চার	: চারিত্রিক অবস্থা	২১
পাঁচ	: আরবের বংশ	২১

চতুর্থ অধ্যায়

কুরাইশের শাখাগোত্র ও আসহাবে ফিলের ঘটনা # ২৩

এক	: কুরাইশ	২৩
দুই	: আরবের মেলা	২৫
তিন	: আসহাবে ফিলের ঘটনা	২৫

পঞ্চম অধ্যায়

নবিজির জন্ম, বংশপরিচয় ও শৈশবকাল # ২৭

এক	: নবিজির জন্ম	২৭
দুই	: বংশতালিকা	২৭

তিন : ইয়াতিম হওয়া ২৮

চার : দুধপান ২৮

পাঁচ : বুক বিদীর্ণ ২৮

ছয় : মা হারানোর ব্যথা ২৯

সাত : দাদার ইনতিকাল ২৯

আট : সিরিয়া সফর ৩০

নয় : হিলফুল ফুজুল ৩০

দশ : সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর ৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়

হজরত খাদিজা রা.-এর সঙ্গে বিয়ে # ৩১

এক : খাদিজার সঙ্গে বিয়ে ৩১

দুই : একটি চমৎকার ফায়সালা ৩১

সপ্তম অধ্যায়

নবুওয়াতপ্রাপ্তি এবং কুরাইশের বিরোধিতা # ৩৩

এক : নবি হওয়ার আগে নবিজির চরিত্র ৩৩

দুই : হেরা পাহাড় ৩৩

তিন : নবুওয়াতের গৌরব ৩৪

চার : ইসলামের দাওয়াত ৩৪

পাঁচ : বিরোধিতা ৩৫

ছয় : কুরআনের জাদু ৩৫

সাত : চাঁদ দু-টুকরো করার মুজিজা ৩৬

আট : হাবশায় হিজরত ৩৬

নয় : আরেকটি অপকৌশল ৩৭

দশ : উমরের মাধ্যমে ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি ৩৮

অষ্টম অধ্যায়

কুরাইশের নির্যাতন # ৩৯

এক : বয়কট ৩৯

দুই : নবিজির ভবিষ্যদ্‌বাণী ৪০

তিন : দুটি বিপদ ৪০

চার : তায়িফ সফর ৪০

নবম অধ্যায়

মিরাজ # ৪২

এক : পরীক্ষা ৪২
দুই : সিদ্দিক ৪৩

দশম অধ্যায়

বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের দাওয়াত # ৪৪

একাদশ অধ্যায়

মদিনায় হিজরত # ৪৬

এক : কুবায় অবস্থান ৪৭
দুই : মক্কার চাঁদের উদয় ৪৭

দ্বাদশ অধ্যায়

মদিনায় নবিজির প্রাথমিক দিনগুলো # ৪৯

এক : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ৪৯
দুই : মসজিদে নববি ৪৯
তিন : নতুন বিরোধিতা ৫০
চার : জিহাদ ৫০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বদর ও গাতফানের যুদ্ধ # ৫৩

এক : বদরের যুদ্ধ ৫৩
দুই : গাতফানের যুদ্ধ ৫৬

চতুর্দশ অধ্যায়

উহুদের যুদ্ধ # ৫৭

এক : শিশুদের যুদ্ধের আগ্রহ ৫৭
দুই : যুদ্ধ ৫৮
তিন : বিজয়ের পরে পরাজয় ৫৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

হামরাউল আসাদ ও খন্দকযুদ্ধ # ৬১

এক : হামরাউল আসাদের যুদ্ধ ৬১
দুই : খন্দকযুদ্ধ ৬৩
তিন : বনু কুরাইজার চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি ৬৪
চার : হজরত সাফিয়ার বীরত্ব ৬৫

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হুদায়বিয়ার সন্ধি # ৬৬

এক : বিশ্বনবির মর্যাদা ৬৬
দুই : বায়আতে রিজওয়ান ৬৭
তিন : সন্ধি ৬৭
চার : বিজয় না পরাজয় ৬৮

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজা-বাদশাহর নামে নবিজির চিঠি # ৭০

এক : রোম সম্রাটের নামে চিঠি ৭০
দুই : ইরানের বাদশাহ ৭১
তিন : হাবশার বাদশাহর নামে ৭২
চার : মিসরের বাদশাহর নামে ৭২
পাঁচ : অন্যান্য রাজা-বাদশাহর নামে ৭২

অষ্টাদশ অধ্যায়

খায়বার ও মুতাযুদ্ধ # ৭৩

এক : খায়বারযুদ্ধ ৭৩
দুই : মুতার যুদ্ধ ৭৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

মক্কা বিজয় # ৭৬

এক : আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ ৭৬
দুই : মক্কায় প্রবেশ ৭৭
তিন : পবিত্র কাবার পরিচ্ছন্নতা ৭৮

চার : রহমতের নবির দয়ার চিত্র ৭৮
পাঁচ : সন্ধিচুক্তির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ৭৯

বিংশ অধ্যায়

হুনাইনযুদ্ধ # ৮০

এক : 'আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ যথেষ্ট' ৮১
দুই : মদিনায় ফিরে আসা ৮২

একবিংশ অধ্যায়

তাবুকযুদ্ধ # ৮৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিদায় হজ # ৮৫

এক : হজরত আবু বকর রা.-এর হজ ৮৫
দুই : শত্রুর সঙ্গে আরচণ ৮৫
তিন : তাবলিগের নিয়ম ৮৬
চার : বিদায়হজ ৮৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মদিনায় প্রতিনিধিদলসমূহের আগমন # ৮৮

এক : সাকিফ প্রতিনিধিদল ৮৮
দুই : নাজরানের প্রতিনিধিদল ৮৯
তিন : জিমাম প্রতিনিধি ৮৯
চার : আবদুল কায়সের প্রতিনিধি ৯০
পাঁচ : বনু হানিফার প্রতিনিধি ৯০
ছয় : কানদা প্রতিনিধিদল ৯০
সাত : নাজিব প্রতিনিধিদল ৯১

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নবিজির ইনতিকাল # ৯২

এক : অসুস্থতা ৯২
দুই : শেষ ভাষণ ৯৩
তিন : শেষ দর্শন ৯৪

চার : ইনতিকাল ৯৫
পাঁচ : সাহাবিগণের ব্যাকুলতা ৯৫
ছয় : দাফন ৯৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নবিজির পরিবার # ৯৭

এক : উম্মুল মুমিনিন ৯৭
দুই : সন্তানাদি ৯৭

ষট্‌বিংশ অধ্যায়

কেমন ছিলেন নবিজি # ৯৯

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নবিজির স্বভাব # ১০১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নবিজির লেনদেন # ১০৬

উনত্রিংশ অধ্যায়

একনজরে নবিজির জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলি # ১১০

অগ্রকথা

বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংবলিত মূল্যবান এ গ্রন্থটির প্রণেতা ভারতের মিরাঠের মাওলানা কাজি জায়নুল আবিদিন। অসংখ্য গ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান এ গ্রন্থটির প্রতি দৃষ্টি আটকে যায়। পরে একনজরে তা দেখে অনুবাদ ও সিরাত-গ্রন্থের সেবক মনীষীগণের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করার আগ্রহ অন্তরে জেগে ওঠে।

এদিকে নীল আকাশে রবিউল আউয়ালের চাঁদ উঠেছে দুদিন আগে, যা আমাকে আরও উদ্‌বেলিত করেছে কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে।

সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি খুব দ্রুততার সঙ্গে। এই গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য আরবি ভাষায় প্রাচীন ও আধুনিক নির্ভরযোগ্য সিরাতগ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত। বিশেষত এ চারটি গ্রন্থ এর ভিত্তি—*নুরুল ইয়াকিন ফি সিরাতি সাইয়িদিল মুরসালিন*, *দুরুসুত তারিখ আল-ইসলামি*, *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*, *হায়াতু সাইয়িদিল আরব।*

আশা করি গ্রন্থটি সর্বস্তরের মুসলমান, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা

ইতিহাস একটি জরুরি ও উপকারী জ্ঞান, যা থেকে আমরা পৃথিবীর নতুন-পুরাতন সকল জাতির ইতিহাস, তাদের উত্থান-পতনের কারণ সম্পর্কে জানতে পারি। আরও জানতে পারি, একটি জাতি কীভাবে উন্নতির আকাশে নক্ষত্র হয়ে চমকে ছিল এবং অপর জাতি অবমাননার ময়দানে ধুলোবালি হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইতিহাসের এসব বিষয় জানার ফলেই আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ হয়। আমরা জাতীয় জীবনকে উত্তম ও সুন্দর করে গড়তে পারি।

১. ইতিহাসের সূচনা

মানুষের অভ্যাস হলো, তার জীবনে বিশেষ কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে তা স্মরণ রাখতে চায়; বরং নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া ছোটখাটো ঘটনাকে ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে স্মরণ রাখার চেষ্টা করে।

উদাহরণস্বরূপ, হজরত নুহ আ.-এর যুগে যে মহাপ্লাবন হয়েছিল, সেটি ছিল একটি বড় ঘটনা। পরে লোকজন এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলতে থাকে, অমুক ব্যক্তি নুহ আ.-এর তুফানের ৫০০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে।

এভাবেই ছোট ঘটনাকে বড় ঘটনার সঙ্গে জোড়া দিয়ে ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে বড় দেশ ও জাতি তৈরি হয়েছে। রচিত হয়েছে নতুন নতুন সভ্যতা।

২. ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর

পৃথিবীতে অসংখ্য বড় ঘটনা ঘটেছে, যেগুলোর সূত্র ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-সভ্যতা নিজেদের অবস্থা সংরক্ষণ করেছে। তবে তিনটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেগুলোর মাধ্যমে ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়েছে :

১. পৃথিবীর সূচনা।

২. হজরত ইসা আ.-এর জন্ম।

৩. হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরত।

৩. নির্ভরযোগ্য ইতিহাস

পৃথিবীতে মানবজীবনের পূর্ণ ইতিহাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেও এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। যা কিছু জানা গেছে, তা একেবারে নগণ্য এবং এতে লিখিতভাবে আনুমানিক ৩ হাজার বছরের ঘটনাবলি পাওয়া যায়।

৪. ইতিহাসের প্রকারভেদ

মানব-ইতিহাসের দুটি দিক রয়েছে—সাধারণ ইতিহাস ও বিশেষ ইতিহাস। সাধারণ ইতিহাসে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা হয়ে থাকে; আর বিশেষ ইতিহাসে কোনো বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী বা কোনো রাজ্যের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়।

৫. ইসলামের ইতিহাস

মুসলমানদের বিশ্বাস হচ্ছে, ইসলামের সূচনা মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই। পৃথিবীতে যত নবি-রাসুলের আগমন ঘটেছে, তাঁরা নিজেদের উম্মতকে ইসলামের বাণী শুনিয়েছেন। তবে তা ছিল একেবারে সীমিত পর্যায়ে। পৃথিবী যখন উন্নতির চূড়ায় পা রেখেছে, তখন শেষ নবি মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ সে বাণীকে পূর্ণরূপে নিয়ে আসেন। আল্লাহর এ পরিপূর্ণ বাণীকে সাধারণভাবে ইসলাম বলা হয়।

এ জন্য ইসলামের ইতিহাস বলতে সে সম্প্রদায়ের ইতিহাস বোঝানো হয়, যারা শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী ইসলামকে গ্রহণ করেছে।

৬. ইসলামি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির ইতিহাস কল্পকাহিনি ও গল্পের আকারে পাওয়া যায়। তবে ইসলামের ইতিহাস মুসলমানরা শুরু থেকেই নির্ভরযোগ্য পন্থায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা প্রতিটি কথার যোগসূত্র দিয়েছেন। এ কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের ইতিহাস বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।